দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রের প্রতি আহবান

ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করুন ঃ ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ অব্যাহত রাখতে গঠনমূলক ও সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

রোববার এক বিবৃতিতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন, বিগত ২/৩ বছরে ছাত্র শিক্ষকসহ সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেশনজট ও সন্ত্রাসের বিভীষিকা অনেকখানি কেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস হ্রাস পেয়েছে। একাডেমিক কর্মসূচীতে পরিবর্তন ও সংস্কার, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন ও সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি চালুর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক জীবনে এক

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বিএফইউজে'র বিবৃতি

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে হুমকির নিন্দা

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি আমানুল্লাহ কবীর ও মহাসচিব জহিরুল হক

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষার পরিবেশ বজায়

নতুন উদ্দীপনা এসেছিল। আর ছয় মাসের মধ্যে সেশনজট নিরসন হত বলে বিবৃতিতে এই আশাবাদের কথা উল্লেখ করা হয়।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, জাতীয় জীবনে যে রাজনৈতিক সংঘাত চলছে এবং সমাজ জীবনে সন্ত্রাস ও আইন শৃংখলা বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম যথারীতি চলছে। ছাত্র সংগঠনগুলো গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন বলেন, "৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও গ্রেফতার হয়েছে, একজন অভিভাবক হিসাবে আমার কাছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।"

বিবৃতিতে বলা হয়, "১ ফেব্রুয়ারী মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত বই মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংঘাতময় রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে প্রতিহত করার কর্মসূচী ঘোষিত হয়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী আসবেন এবং তাঁকে স্বাগত জানানোর কর্মসূচীও ঘোষিত হয়।" অবস্থানগত নৈকট্য ছাড়া বাংলা একাডেমীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোন সম্পর্ক নেই একথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, "অথচ কেন্দ্রীকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থায় সংঘটিত নানাবিধ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলে।"

জনাব এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, "৩১ জানুয়ারী একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষ জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে পুলিশ জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে হলে অবস্থানরতদের মারধর করে এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র ও বহিয়াগতকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় ৩০ জনের মতো আহত ও ৩২টি কক্ষ ভাঙচুর হয়। এরপর পুলিশ সলিমুল্লাহ হলে প্রবেশ করে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে।" বিবৃতিতে বলা হয়, "ঐদিনের সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত নয়। এমন অনেক নিরীহ ও সাধারণ ছাত্র পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। "বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহত ছাত্রদের চিকিৎসা এবং অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সকল প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে। গ্রেফতারকৃত নিরপরাধ ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৩৬ জনকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানান হয়।

বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান উত্তপ্ত ও সংঘাতময় অবস্থার সূত্র ধরে ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের আবারো বন্দুক যুদ্ধ ও বোমাবাজি সংঘটিত হয়। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যা আদৌ কাম্য নয়।